২৮

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 0 8 MAR 1997
পৃঃ ৮ কলাম ৭

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা

গত বৃহস্পতিবার সারা দেশে ১৯৯৭ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এস এস সি) পরীক্ষা শুরু হইয়াছে। দেশে ৫টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইবার ৭ লক্ষ ৪১ হাজার ৮৬২ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিতেছে। চলতি সালে এস এস সি পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা গত বছরের চাইতে প্রায় আড়াই লক্ষ বেশী। এস এস সি পরীক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাখিল পরীক্ষাও শুরু হইয়াছে ঐ একই দিনে। জীবনের প্রথম জাতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় এইসব পরীক্ষার্থী অংশ নিতেছে। তাহাদের এবং তাহাদের অভিভাবকদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা এই ক্ষেত্রে সহজেই অনুধাবন করা যায়।

এই বার এস এস সি পরীক্ষার পদ্ধতিতে কয়েকটি নয়া 'প্রপঞ্চ' যোগ হইয়াছে। পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উৎকণ্ঠার মাত্রাও তাই যৌক্তিক কারণেই বেশী। এইবারই প্রথম এস এস সি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইতেছে একই প্রশ্নপত্রের আওতায়। অর্থাৎ পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষা হইলেও প্রশ্নপত্র থাকিবে এক ও অভিন্ন। সরকারের পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার তৎপরতার আওতায় অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছিল গত বছর। গত বছর প্রথম অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিতও হইয়াছে। আমরা অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ধারণাটিকে তখন সমর্থন করিয়াছিলাম। আশা করা হয় যে, পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইলে দেশের সকল পরীক্ষার্থীর যোগ্যতা একই মানদণ্ডে যাচাই করা যাইবে। যেহেতু এখন এসএসসিতে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতেই কলেজে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির নিয়ম চালু হইয়াছে সেহেতু অভিন্ন প্রশ্নপত্রের আওতায় পরীক্ষা হওয়া আরো জরুরী।

কর্তৃপক্ষ এইবারই প্রথম কম্পিউটারের সাহায্য নিয়া পরীক্ষার্থীদের কাছে প্রবেশপত্র সরবরাহ করিয়াছেন। নূতন কোন কিছু প্রবর্তন করিতে গেলেই প্রচুর ভুল-ত্রুটি করা আমাদের দেশে রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। প্রবেশ-পত্রে প্রচুর ভুল-ত্রুটির যাহারা শিকার হইয়াছে, পরীক্ষার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সেইসব পরীক্ষার্থী কিশোর-কিশোরীর মানসিক অবস্থা সহজেই অনুধাবনযোগ্য। কর্তৃপক্ষ অবশ্য আশ্বস্ত করিয়াছেন যে, তাহাতে পরীক্ষায় অংশ নিতে কোন সমস্যা হইবে না। আমরা আশা করি, কর্তৃপক্ষের অসতর্কতা বা কম্পিউটারের 'মস্তিষ্ক বিকৃতির' কারণে যেসব ভুল-ত্রুটি হইয়াছে, তাহার জন্য কোন পরীক্ষার্থীকে মাসুল দিতে হইবে না। গত বছর এসএসসি পরীক্ষায় সেড কোড জটিলতার শিকার হইয়াছে অনেক পরীক্ষার্থী। এইবার তেমনটি হইবে না বলিয়াও আমাদের প্রত্যাশা।

এইবার যখন এসএসসি এবং দাখিল পরীক্ষার্থী কোমলমতি কিশোর-কিশোরীরা পরীক্ষা দিতেছে তখন দেশ জুড়িয়া চলিতেছে লোডশেডিং এবং মশার উপদ্রব। প্রতিবছরই পরীক্ষার সময় এবং পরীক্ষার আগে-পরে এই 'দুই ভুতের' পাল্লায় পরীক্ষার্থীরা পড়ে। কিন্তু এইবার অবস্থা অন্য যে-কোন সময়ের তুলনায় খারাপ। বিশেষ করিয়া মশার আক্রমণ এইবার সকল কালের সকল তীব্রতা ছাড়াইয়া গিয়াছে। কর্তৃপক্ষ মশার কবল হইতে দেশবাসীকে রক্ষার জন্য কোন কার্যকর পদক্ষেপ নিতেছেন কিনা তাহা পরিষ্কার নহে।

যাহাই হউক, লোডশেডিং, মশা-মাছির উপদ্রব, অভিন্ন প্রশ্নপত্রের ভয়, সেড কোড জটিলতার আশংকা ইত্যাদি নানা ভীতিকর এবং অস্বস্তিকর প্রপঞ্চের সাথে সহাবস্থান করিয়াই পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতেছে এবং দিয়া যাইবে। আমরা তাহাদের সাফল্য কামনা করি, কামনা করি তাহাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।